কালিমাতুল্লাহ্

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১২

(১)ইদুল-ফেসাখের ছয়দিন আগে হযরত ইসা আ. বেথানিয়ায় লাসারের বাড়িতে এলেন। এই লাসারকেই তিনি মৃত থেকে জীবিত করে তুলেছিলেন। (২)সেখানে তারা তাঁর খাবারের আয়োজন করলেন। মার্থা মেহমানদারি করছিলেন এবং অন্যান্যদের সাথে লাসারও টেবিলে খেতে বসেছিলেন।

(৩)মরিয়ম আধা কেজি খুব দামি ও খাঁটি সুগন্ধি তেল নিয়ে হযরত ইসা আ.র পায়ে ঢেলে দিলেন এবং তাঁর চুল দিয়ে তা মুছে দিলেন। তেলেন সুগন্ধে সারা ঘর ভরে গেলো। (৪)কিন্তু হাওয়ারিদের একজন- সেই ইহুদা ইস্কারিয়োত, যিনি তাঁর সাথে বেইমানি করেছিলেন- বললেন, (৫)"কেনো এই তেল তিনশো দিনারে বিক্রি করে টাকাটা গরিবদের দেয়া হলো না?"

(৬)গরিবদের প্রতি তার মহব্বতের কারণে যে তিনি একথা বললেন তা নয়, বরং তিনি ছিলেন চোর। সাধারণ তহবিল তার কাছে থাকতো এবং তিনি সেখান থেকে চুরি করতেন। (৭)হযরত ইসা আ. বললেন, "তাকে কষ্ট দিয়ো না, সে এটি কিনেছে, যেনো আমাকে দাফন করার দিনের জন্য তা রাখতে পারে। (৮)তোমরা সব সময়ই গরিবদের পাবে কিন্তু আমাকে সব সময় পাবে না।"

(৯)যখন ইহুদিদের বিশাল এক জনতা জানতে পারলো যে, তিনি সেখানে আছেন, তখন তারা যে শুধু হযরত ইসা আ.কে দেখতে এলো তা নয় কিন্তু যে লাসারকে তিনি মৃত থেকে জীবিত করেছিলেন, তাকেও দেখতে এলো। (১০)তাই প্রধান ইমামেরা লাসারকেও মেরে ফেলার পরিকল্পনা করলেন; (১১)কারণ তার জন্যই অনেক ইহুদি দল ছেড়ে চলে যাচ্ছিলো এবং ইসার ওপর ইমান আনছিলো।

(১২)পরদিন ইদে উপস্থিত বিশাল এক জনতা জানতে পারলো যে, হযরত ইসা আ. জেরুসালেমে আসছেন। (১৩)তাই তারা খেঁজুর গাছের ডাল নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলো এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, "হোশান্না! তিনি রহমতপ্রাপ্ত, যিনি আল্লাহর নামে আসছেন- তিনি ইস্রাইলের বাদশা! "

(১৪)হযরত ইসা আ. একটি বাচ্চা-গাধা পেয়ে তার ওপরে বসলেন। (১৫)পূর্বের কিতাবে যেমন লেখা আছে- "হে সিয়োন-কন্যা, ভয় করো না। দেখো, বাচ্চা-গাধায় চড়ে তোমার বাদশা আসছেন!" (১৬)প্রথমে তাঁর হাওয়ারিরা

এর অর্থ বোঝেননি কিন্তু তিনি মহিমান্বিত হওয়ার পর তাদের স্মরণ হলো যে, এই সবই তাঁর বিষয়ে লেখা হয়েছিলো এবং তাঁর প্রতিই ঘটেছিলো।

(১৭)তিনি লাসারকে মৃত থেকে জীবিত করে যখন কবর থেকে ডেকে বের করেছিলেন, তখন যারা তাঁর সাথে ছিলো, তারা সাক্ষ্য দিতেই থাকলো। (১৮)তিনি চিহ্ন হিসেবে এই মোজেজা দেখিয়েছেন শুনে অনেক লোক তাঁর সাথে দেখা করতে গেলো। (১৯)ফরিসিরা একে অন্যকে বলতে লাগলেন, "আপনারা দেখছেন, আপনারা কিছুই করতে পারবেন না। দেখুন, সারা দুনিয়া তার পেছনে চলে গেছে!"

(২০)ইদের সময় যারা এবাদত করতে গিয়েছিলো, তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রিকও ছিলো। (২১)তারা গালিলের বেতসাইদা গ্রামের ফিলিপের কাছে এসে বললো, "জনাব, আমরা হযরত ইসা আ. এর সাথে দেখা করতে চাই।" (২২)হযরত ফিলিপ র. গিয়ে হযরত আন্দ্রিয়ান রা.কে বললেন, তারপর হযরত আন্দ্রিয়ান রা. ও ফিলিপ গিয়ে হযরত ইসা আ.কে বললেন।

(২৩)হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "ইবনুল-ইনসানের মহিমান্বিত হওয়ার সময় এসেছে। (২৪)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, একটি গমের দানা মাটিতে না পড়লে এবং না মরলে একটি দানাই থাকে কিন্তু যদি মরে, তাহলে অনেক ফল দেয়। (২৫)যে নিজের জীবন ভালোবাসে, সে তা হারাবে; কিন্তু যে এই দুনিয়াতে নিজের জীবনকে ঘৃণা করে, সে চিরদিনের জন্য তা রক্ষা করবে। (২৬)যে আমার খেদমত করে, সে অবশ্যই আমার পেছনে আসবে এবং আমি যেখানে থাকি, আমার খেদমতকারীও সেখানে থাকবে। যে আমার খেদমত করবে, প্রতিপালক তাকে সম্মানিত করবেন।

(২৭)এখন আমার প্রাণ অস্থির হচ্ছে। আমি কি বলবো- 'হে প্রতিপালক, এই সময় থেকে আমাকে উদ্ধার করো' ? না, এজন্যই তো আমি এই সময় পর্যন্ত এসেছি। (২৮)হে প্রতিপালক, তোমার নাম মহিমান্বিত করো।" অতঃপর আসমান থেকে এই বাণী শোনা গেলো, "আমি তা মহিমান্বিত করেছি এবং আবার মহিমান্বিত করবো।" (২৯)যে জনতা সেখানে দাঁড়িয়েছিলো, তারা তা শুনলো এবং বললো, "এটি মেঘের গর্জন ছিলো।" অন্যরা বললো, "একজন ফেরেস্তা তাঁর সাথে কথা বলেছেন।" (৩০)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "এই বাণী তোমাদের জন্য এসেছে, আমার জন্য নয়।

(৩১)এখন দুনিয়ার বিচার হবে। এই দুনিয়ার বাদশাকে বাইরে ফেলে দেয়া হবে। (৩২)এবং যদি আমাকে যখন মাটি থেকে উঁচুতে তোলা হবে, তাহলে আমি সব কিছুকেই আমার কাছে টেনে আনবো" (৩৩)তিনি যে কীভাবে ইন্তেকাল করবেন তা বোঝানোর জন্য একথা বললেন।

(৩৪)জনতা তাঁকে উত্তর দিলো, "আমরা পূর্বের কিতাবে শুনেছি যে, মসিহ চিরদিন থাকবেন। আপনি কীভাবে বলেন যে, ইবনুল-ইনসানকে উঁচুতে তোলা হবে? কে এই ইবনুল-ইনসান?" (৩৫)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন,

“আরো কিছুদিন আলো তোমাদের সাথে থাকবে। আলো তোমাদের কাছে থাকতে থাকতেই চলাফেরা করো, যেনো অন্ধকার তোমাদের জয় করতে না পারে।

(৩৬)যদি তোমরা অন্ধকারে চলো, তাহলে জানবে না যে, কোথায় যাচ্ছো। তোমাদের কাছে আলো থাকতে থাকতে আলোর ওপর ইমান আনো, যেনো তোমরা আলোর সন্তান হতে পারো।” হযরত ইসা আ. একথা বলার পর গোপনে তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন।

(৩৭)যদিও তিনি তাদের সামনে চিহ্ন হিসেবে অনেক মোজেজা দেখালেন, তবুও তারা তাঁর ওপর ইমান আনলো না। (৩৮)এটি হলো যেনো হযরত ইসাইয়া নবির কথা পূর্ণ হয়- “হে আল্লাহ, কে আমাদের কথায় ইমান এনেছে এবং আল্লাহর হাত কার কাছেইবা প্রকাশিত হয়েছে?” (৩৯)তারা ইমান আনতে পারলো না, কারণ হযরত ইসাইয়া নবি আরো বলেছেন,

(৪০)“তিনি তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের মন কঠিন করেছেন, যেনো তারা চোখে না দেখে এবং অন্তরে না বোঝে এবং না ফেরে, আর আমি তাদের সুস্থ করি।” (৪১)হযরত ইসাইয়া নবি একথা বলেছেন, কারণ তিনি তাঁর মহিমা দেখেছেন এবং তাঁর বিষয়ে কথা বলেছেন।

(৪২)তবুও শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকে তাঁর ওপর ইমান আনলেন কিন্তু ফরিসিরা হয়তো তাদের সিনাগোগ থেকে বের করে দেবেন এই ভয়ে তারা তা স্বীকার করলেন না। (৪৩)কারণ তারা আল্লাহর কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার চেয়ে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়াকে বেশি ভালোবাসতেন।

(৪৪)হযরত ইসা আ. জোরে জোরে বললেন, “যে আমার ওপর ইমান আনে, সে আমার ওপর নয় কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ওপর ইমান আনে। (৪৫)এবং যে আমাকে দেখে, যিনি আমাকে পাঠিছেন, সে তাঁকেই দেখে। (৪৬)আমি আলো, এই দুনিয়াতে এসেছি, যেনো যে কেউ আমার ওপর ইমান আনে, সে অন্ধকারে না থাকে।

(৪৭)যে আমার কথা শোনে অথচ তা পালন করে না, আমি তার বিচার করি না, কারণ আমি দুনিয়ার বিচার করতে আসিনি বরং নাজাত করতে এসেছি। (৪৮)যে আমাকে এবং আমার কালাম গ্রহণ করে না, তার একজন বিচারক আছে। যে কালাম আমি প্রচার করেছি, কেয়ামতের দিন সেই কালামই তার বিচার করবে।

(৪৯)কারণ আমি নিজে থেকে কথা বলিনি। যে প্রতিপালক আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, কী বলতে হবে এবং কী প্রকাশ করতে হবে। (৫০)আর আমি জানি যে, তাঁর হুকুমই হচ্ছে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা। তাই আমি যা বলি, আমার প্রতিপালক আমাকে যেভাবে বলে দিয়েছেন, সেভাবেই বলি।”